এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে দ্রুত অগ্রসরমান। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সামিল করার অভিপ্রায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করে। তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রামাঞ্চলসহ সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২০ টি তফসিলি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮ টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমান ত্রৈমাসিকে ব্র্যাক ব্যাংক লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে।

১.১। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৮ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হলো:

ছকঃ ১

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	এজেন্ট			আউটলেট		
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট= (১)+(২)	শহর (৩)	গ্রাম (৪)	মোট = (৩)+(৪)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১৯১	৪২৮	৬১৯	২৬৮	১,৪১৮	১,৬৮৬
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৯৫	২,২০১	২,২৯৬	১০৮	২,২৬২	২,৩৭০
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১২	১০২	১১৪	১৪	১৫৪	১৬৮
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২	১৮	২০	৩	৭৭	৮০
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	২৭৯	২৭৯	০	২৭৯	২৭৯
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৩	৪৩	৫৬	১৩	৫৪	৬৭
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১	২	৩	৩০	৫৩৩	৫৬৩
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১	২১	২২	১	২১	২২
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৭	১৯৩	২০০	৭	১৯৩	২০০
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২০	২০	০	২০	২০
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১	১৫	১৬	১	১৫	১৬
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১১	৩৯	৫০	১৫	৬০	৭৫
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৪	১৪৪	১৪৮	৪	১৪৪	১৪৮
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১	০	১	২	৩৭	৩৯
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৯	৩১	৪০	৯	৩১	৪০
১৬	এবি ব্যাংক লি.	২	১১	১৩	২	১১	১৩
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৪	৪	০	৪	৪
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১	০	১	১	০	১
	মোট	৩৫১	৩,৫৫১	৩,৯০২	৪৭৮	৫,৩১৩	৫,৭৯১

ছক-১ এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহের শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক এজেন্ট এবং আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্র্যাক ব্যাংক লি. কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করায় বর্তমানে ১৮ টি ব্যাংক এর সর্বমোট ৩,৯০২ টি এজেন্ট এর আওতায় ৫,৭৯১ টি আউটলেটের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, তিনটি ব্যাংক যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি., মধুমতি ব্যাংক লি. ও এনআরবি

কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ব্যাংক এশিয়া লি. কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে পরিচালিত এজেন্ট ও আউটলেটের মোট সংখ্যা ১,৯২১ টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রায় সকল ব্যাংক, গ্রাম ও শহরে আউটলেট স্থাপনের অনুপাত ৩ঃ১ অনুসরণ করছে। এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যার দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জুন ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৫৮৮ এবং ৫,৩৫১ টি। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১৪ টি এবং আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪০ টি।

জুন ২০১৮ ও সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনা নিম্নরূপ ঃ

চিত্র-১

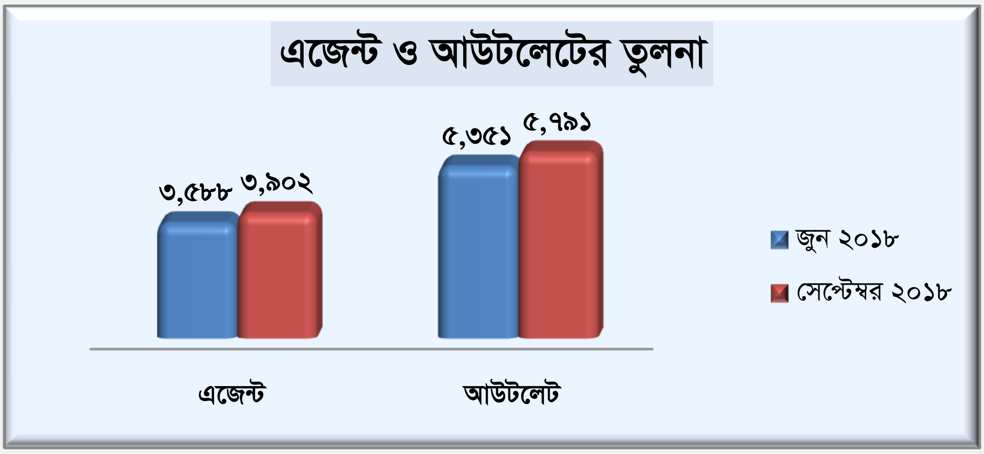

২.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নরূপঃ

ছকঃ২

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব সংখ্যা								মোট
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২,০৩,৭৩১	৮,৪৬,৪২৯	৭,৮০,৩৩০	২,৬৯,৮৩০	০	২০,২৩৬	৯,৪৫,৩৯৫	৮৪,৫২৯	১০,৫০,১৬০
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৪০,২২৯	৫,৪৪,৯৭৬	২,৯৭,৪২৯	২,৭০,৩৬৪	১৭,৪১২	২৩,৪২০	৫,১৫,৯৭০	৪৫,৮১৫	৫,৮৫,২০৫
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৬,৬৩৮	১,১০,৩৬৩	৬৯,৬৭৪	৪৭,৩২৭	০	৭,৩৬৫	৮৪,৬০০	২৫,০৩৬	১,১৭,০০১
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪২২	২২,২৮৭	১১,৬৪৮	১১,০৬১	০	২৩৯	২০,৮৮২	১,৫৮৮	২২,৭০৯
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৩৫,৮৩৪	১৭,৯৮২	১৭,৮৫২	০	৭১৩	৩৪,৭২৯	৩৯২	৩৫,৮৩৪
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৩,৪৪২	২৪,২২৮	১৬,৭৫২	১০,৯১৮	০	১,৬৩৫	২০,০৭০	৫,৯৬৫	২৭,৬৭০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪,২০৫	৩৩,৩৬৩	১৯,৩৫১	১৮,২১৭	০	৮৭	৩৫,৬৩৪	১,৮৪৭	৩৭,৫৬৮
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪৭৭	৭,১৭১	৪,৭৬২	২,৮৮৬	০	৮৪৪	৫,৪৭৯	১,৩২৫	৭,৬৪৮
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১,০৬২	৪৭,৬৩০	৩০,৪৭৬	১৮,২১৬	০	৩,০২৯	৪৪,০০৮	১,৬৫৫	৪৮,৬৯২
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১৩,৪৪৩	৮,৩৯১	৫,০৫২	০	১,৫০৩	৯,৫০৯	২,৪৩১	১৩,৪৪৩
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৫৫	৩,৯১৩	২,৫৩৯	১,৪২৯	০	১৬৭	২,৮৬২	৯৩৯	৩,৯৬৮
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৪,০১৬	১০,১১৫	৯,৯৭৩	৪,১৫৮	০	২,২৪১	৯,৯১০	১,৯৮০	১৪,১৩১
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১,৭৮৯	৫৫,৯০১	৩৯,৫০৩	১৮,১৮৭	০	২,৬৯১	৩৪,৫৪৩	২০,৪৫৬	৫৭,৬৯০
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৪৫৫	২,২৮২	১,৫৩৯	১,১৯৮	০	৩০	২,৭০৭	০	২,৭৩৭
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩৬৩	২,২২৯	১,৯১৯	৬৭৩	০	২৭৮	১,৮৩২	৪৮২	২,৫৯২
১৬	এবি ব্যাংক লি.	১৬৫	১,০১৬	৮৫২	৩২৯	০	৯৩	৮৭৪	২১৪	১,১৮১
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৬১৯	৪৬৫	১২৫	২৯	২৬	৪৭৮	১১৫	৬১৯
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১৬	০	১৪	২	০	০	১৬	০	১৬
	মোট	২,৬৭,০৬৫	১৭,৬১,৭৯৯	১৩,১৩,৫৯৯	৬,৯৭,৮২৪	১৭,৪৪১	৬৪,৫৯৭	১৭,৬৯,৪৯৮	১,৯৪,৭৬৯	২০,২৮,৮৬৪

- মোট* = (১)+(২)=(৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)

ছক-২ হতে দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১৮ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ২০,২৮,৮৬৪ টি। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ৬.৬ গুণ বেশি, যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে, নারী হিসাবধারীদের চেয়ে পুরুষ হিসাবধারীদের সংখ্যা প্রায় ২ গুণ। আরও দেখা যায়, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যার ৫২ শতাংশ হিসাব ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. এর এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি. এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.।

এজেন্ট ও আউটলেটের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাবসমূহের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ২

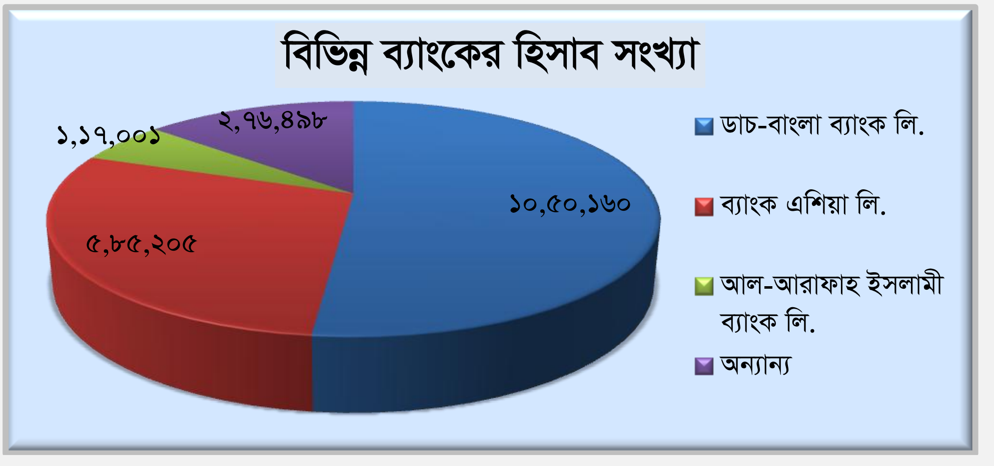

চিত্র ঃ ৩

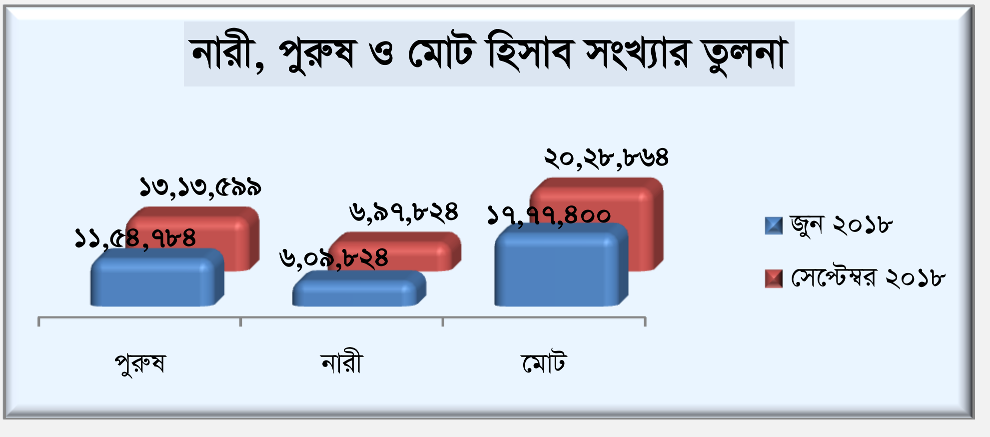

চিত্র ঃ ৪

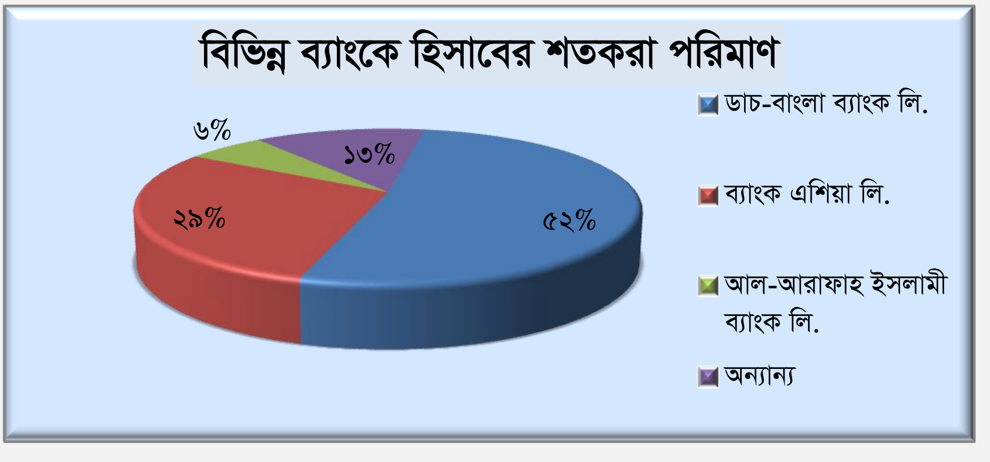

চিত্র ঃ ৫

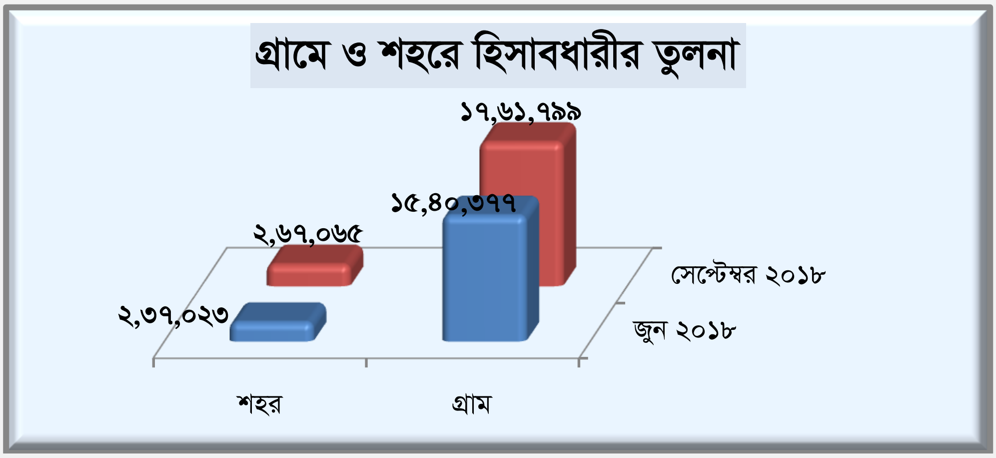

২.২। এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবসমূহের সংখ্যাভিত্তিক ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৩

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব সংখ্যা			
		মার্চ ২০১৮	জুন ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	পরিবর্তন
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৮,৮৪,৬৮০	৯,৫৪,৪৮৩	১০,৫০,১৬০	১০% (প্রায়)
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩,৮০,৯৩৬	৫,১৪,৪০২	৫,৮৫,২০৫	১৪%(প্রায়)
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৮৩,৭৮৪	১,০০,৬৩৬	১,১৭,০০১	১৬%(প্রায়)
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯,৮৯৮	২০,৯৮৪	২২,৭০৯	৮%(প্রায়)
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	১১,৪৯৪	৩৪,১৪৫	৩৫৮৩৪	৫%(প্রায়)
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৮,৭৪৮	২২,৫০৩	২৭,৬৭০	২৩%(প্রায়)
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৯,৯১৪	২৯,৭৭৭	৩৭,৫৬৮	২৬%(প্রায়)
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৫,৫০২	৬,৫৬২	৭,৬৪৮	১৭%(প্রায়)
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	২১,৭৮৩	৩৪,৩৫৮	৪৮,৬৯২	৪২%(প্রায়)
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৯,০৪০	১১,২০৯	১৩,৪৪৩	২০%(প্রায়)
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১,৮৪১	২,৮১৫	৩,৯৬৮	৪১%(প্রায়)
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৪,২৬৬	৮,৩৫৪	১৪,১৩১	৬৯%(প্রায়)
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৬,৫১৬	৩৫,২৭১	৫৭,৬৯০	৬৪%(প্রায়)
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	২২৩	১,০০০	২,৭৩৭	১৭৪%(প্রায়)
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬৩	৩৪১	২,৫৯২	৬৬০%(প্রায়)
১৬	এবি ব্যাংক লি.	১০৯	৪৩০	১,১৮১	১৭৫%(প্রায়)
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	১৩০	৬১৯	৩৭৬%(প্রায়)
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	-----	-----	১৬	-----
	মোট	১৪,৬৮,৭৯৭	১৭,৭৭,৪০০	২০,২৮,৮৬৪	১৪%(প্রায়)

ছক-৩ হতে দেখা যাচ্ছে যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৮ টি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে মোট ২০,২৮,৮৬৪ টি হিসাব খোলা হয়েছে। তন্মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি., ব্যাংক এশিয়া লি. ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী

ব্যাংক লি. কর্তৃক যথাক্রমে ১০,৫০,১৬০ টি, ৫,৮৫,২০৫ টি ও ১,১৭,০০১ টি হিসাব খোলা হয়েছে। গত ত্রৈমাসিকে মোট হিসাব সংখ্যা ছিল ১৭,৭৭,৪০০ টি। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৫১,৪৬৪ টি। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় হিসাব সংখ্যা ১৪.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমানত:

৩.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহে আমানতের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৪

(লক্ষ টাকায়)

ব্যাংক নাম	হিসাবে স্থিতি								মোট*
	শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১৭,৩৬১.৭৯	৫৩,৮৩৭.৩৬	৪৯,৯০৭.৭০	১৪,৮৮২.৬১	৬,৪০৮.৮৪	৩,৪৫৩.৫৮	৫০,৭৯৬.৫৪	১৬,৯৪৯.০৩	৭১,১৯৯,১৫
ব্যাংক এশিয়া লি.	৭,৬৫৩.৭১	৪২,৭৫৯.৮৪	২৭,১২৩.৫৯	১৫,৯৯০.২৩	৭,২৯৯.৭৩	৩,৭৭১.৮১	২৫,১৩৬.৯৭	২১,৫০৪.৭৭	৫০,৪১৩,৫৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২১,০২১.৬৭	৭৫,১৯০.০৩	৮২,৮০৮.০৩	১৩,৪০৩.৬৭	০	৪,০৪৩.৭৪	১৬২১৮	৭৫,৯৪৯.৯৬	৯৬,২১১,৭০
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৩৫০.৭৭	৮১৭.৭৯	৮৯৯.০৮	২৬৯.৪৮	০	৪৩.৮৯	৩৪৩.৭৮	৭৮০.৮৯	১,১৬৮,৫৬
মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৪৬৪.৩৫	৩১৮.৮১	১৪৫.৫৪	০	৪২.১৯	২৮৩.৭৭	১৩৮.৩৯	৪৬৪,৩৫
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯১৩.০০	৬৬৯৫.০০	৫,৫৯৫.০০	৩০১৩.০০	০	১,০৪৮.০০	৩,৩৯৯.০০	৪,১৬১.০০	৮,৬০৮,০০
এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১১৫.২৭	৩৪৫.৮২	৩২২.৭৬	১৩৮.৩৩	০	৭৬.৯১	১৮৭.৫৯	১৯৬.৫৯	৪৬১,০৯
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	২৪.৯০	১,১৯৪.৭৮	৮৭৫.৯১	৩৪৩.৭৭	০	১৫৮.০২	৬৯৯.৪২	৩৬২.২৪	১,২১৯.৬৮
অগ্রণী ব্যাংক লি.	৫২০.১৫	৩,৯৮১.২০	৪,০৮৮.৪৩	৪১৩.১২	০	৭২৫.২৫	৩,৬৮৮.১৩	৮৮.১৭	৪,৫০১,৫৫
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২,৩৫২.৭৫	১,৮৭৬.৬৮	৪৭৬.০৭	০	৩২১.১৭	৭৬৯.৩৪	১,২৬২.২৪	২,৩৫২,৭৫
মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৩.৩৮	৬৫৪.৯২	৫৭৭.০২	৮১.২০	০	৩৭৭.৫৯	১১৭.২৩	১৬৩.৪৮	৬৫৮,৩
দি সিটি ব্যাংক লি.	১,১৪৯.৪৭	১,১৯৮.৯১	১,৮৫৬.১০	৪৯২.৩	০	৬৫৪.১৭	৮৭৯.৫৯	৮১৪.৬২	২,৩৪৮,৩৮
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৫২৪.৮৮	১৬,০৫২.৭২	১১,৯৪৯.৪৩	৪,৬২৮.১৭	০	১,৩৭১.৮০	৬,৫০৯.৪০	৮,৬৯৬.৪০	১৬,৫৭৭,৬০
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৫৩.৭২	৮০.৩১	৮৫.৯৯	৪৮.১১	০	৫.৮৮	১২৮.২২	০	১৩৪,১০
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৯৭.৬২	৪৯৬.৩৮	৬২১.৩৬	৭২.৬৪	০	২৭১.০৭	৩২৪.৭৪	৯৮.১৯	৬৯৪,০০
এবি ব্যাংক লি.	৬৩.২০	৩৪৮.৪৯	৩৩১.১০	৮০.৬৪	০	৭৯.৭১	১৪৯.৮৫	১৮২.১৩	৪১১,৬৯
এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৩১১.৯৯	২৭০.৬৫	১০.৮১	৩০.৫৩	১৫.১২	১৩০.৮৬	১৬৬.০১	৩১১,৯৯
ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১২.৩৫	০	১১.২৭	১.০৮	০	০	১২.৩৫	০	১২,৩৫
মোট	৫০,৯৬৫.৯০	২,০৬,৭৮২.৬৪	১৮৯৫১৮.৯১	৫৪৪৯০.৭৭	১৩৭৩৯.১	১৬,৪৫৯.৯০	১,০৯,৭৭৪.৭৮	১,৩১,৫১৪.১১	২,৫৭,৭৪৮,৭৯

- **মোট* = (১)+(২)=(৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)**

ছক-৪ হতে দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৮ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা বিভিন্ন ধরণের হিসাবে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ২,৫৭,৭৪৮.৭৯ লক্ষ টাকা। তথ্য পর্যালোচনায় আরও পরিলক্ষিত হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা ২০,২৮,৮৬৪ টি হিসাবের বিপরীতে হিসাব প্রতি গড়ে ১২,৭০৪.০৯ টাকা আমানত জমা হয়েছে। এ তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর উপস্থিতিতে আমানতের এ বিপুল অর্থ আনুষ্ঠানিক খাতে জমা হয়ে গ্রামীন অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, গত ত্রৈমাসিকে হিসাব প্রতি গড় আমানত ছিল ১১,৩২৪.২৪ টাকা টাকা, যা আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২,৭০৪.০৯ টাকা। হিসাব প্রতি জমাকৃত গড় আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩৭৯.৮৫ টাকা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় এবং লেন-দেন উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্রঃ ৬

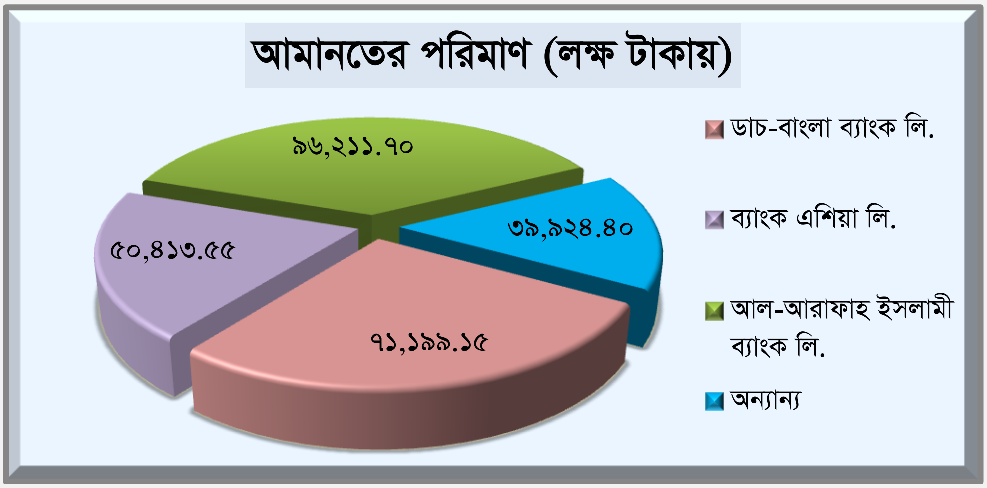

চিত্রঃ ৭

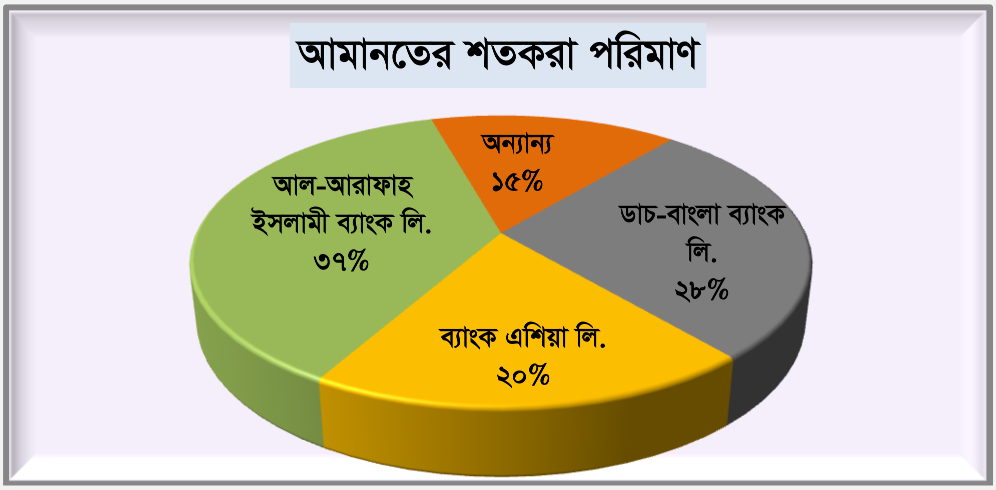

আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২,০১,২৭৭.১৩ লক্ষ টাকা। ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যাংকের আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৭,৭৪৮.৭৯ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৮ ও সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মোট আমানতের তুলনা নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ৮

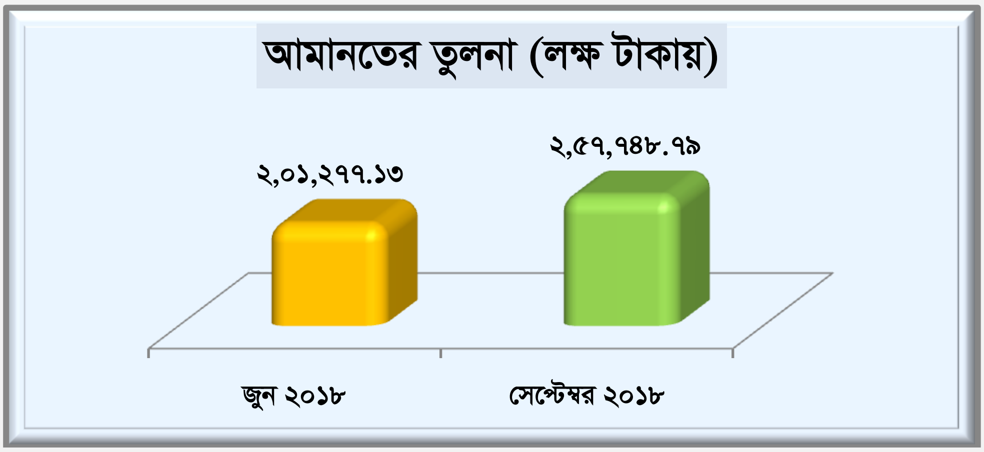

৩.২। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে খোলা ব্যাংক হিসাবে আমানতের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৫

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	আমানত			
		মার্চ ২০১৮	জুন ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	পরিবর্তন
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৪৮,৫২৫.৭২	৫৯,৯৪৯.০০	৭১,১৯৯.১৫	১৯% (প্রায়)
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩০,২৯০.৯৭	৩৭,৯৫০.২৬	৫০,৪১৩.৫৫	৩৩%(প্রায়)
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৬৯,৭২৪.১০	৭৭,০৮১.৮৯	৯৬,২১১.৭০	২৫%(প্রায়)
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪৫০.৬২	৭২৫.৬৫	১,১৬৮.৫৬	৬১%(প্রায়)
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	৩৩২.৭৬	৬৯৫.৮৩	৪৬৮.৩৫	-৩৩%(প্রায়)
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৫,২৪৮.০০	৬,৮৮৬.০০	৮,৬০৮.০০	২৫%(প্রায়)
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২২২.২১	৭০৭.০৭	৪৬১.০৯	-৩৫%(প্রায়)
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৭৬২.৫৪	১,০৭৮.০৫	১,২১৯.৬৮	১৩%(প্রায়)
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১,৮০৪.২৮	৩,৪৬৮.৫৫	৪,৫০১.৫৫	৩০%(প্রায়)
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১,৩৭০.৯৪	২,০৪১.৭১	২,৩৫২.৭৫	১৫%(প্রায়)
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১৩৫.২০	৪২৯.৯৯	৬৫৮.৩০	৫৩%(প্রায়)
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১,০৪১.৬০	১,৬৩৪.৫৭	২,৩৪৮.৩৮	৪৪%(প্রায়)
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩,৪৪২.৩৫	৮,৩৩০.০৯	১৬,৫৭৭.৬০	৯৯%(প্রায়)
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৬.৩৫	৫১.৯৮	১৩৪.১০	১৫৮%(প্রায়)
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১১.০৯	৪৭.৫৭	৬৯৪.০০	১৩৫৮%(প্রায়)
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৬৭.৭৭	১২৫.৯৮	৪১১.৬৯	২২৭%(প্রায়)
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	-------	৭৬.৯৪	৩১১.৯৯	৩০৫%(প্রায়)
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	-------	--------	১২.৩৫	০
	মোট	১,৬৩,৪৩৬.৫০	২,০১,২৭৭.১৩	২,৫৭,৭৪৮.৭৯	২৮%(প্রায়)

ছক-৫ হতে দেখা যায় যে, চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট আমানতের পরমিাণ গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মধুমতি ব্যাংক লি. ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. ব্যতিত সব কয়টি ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের পরিমাণে শীর্ষে অবস্থান করছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং আমানত বৃদ্ধির পরিমাণে শীর্ষে রয়েছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.। ব্র্যাক ব্যাংক লি.সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে বিধায় এর পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। আমানতের গতিধারা নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ৯

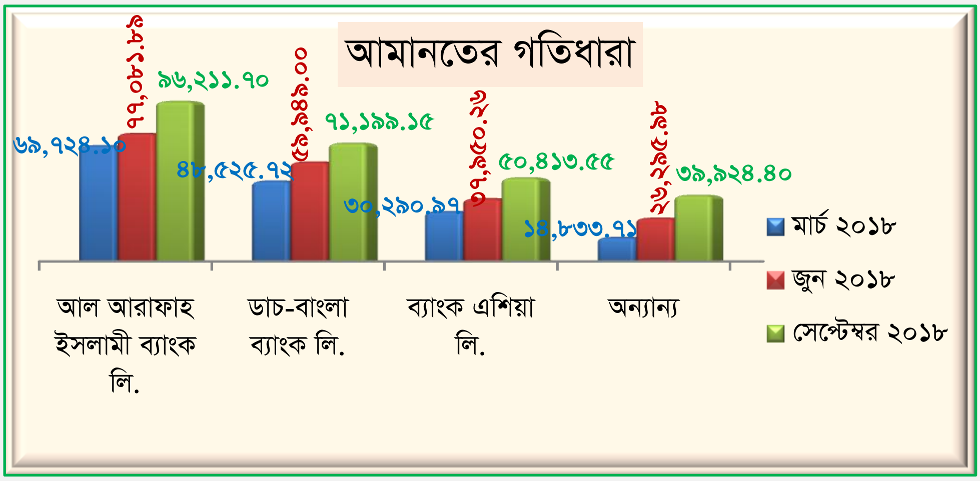

ঋণ বিতরণ:

৪.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৬

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব						
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট = (১)+(২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	মোট*
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১০.৩	৫.৪	১৫.৭	৯.৩৫	৬.৩৫	০	১৫.৭০
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১,৯৩৫.২০	১২,০৮৬.১৪	১৪,০২১.৩৪	৩,৭৪০.৮৭	৮৭০.৯৩	৯,৪০৯.৫৪	১৪,০২১.৩৪
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৩১৮.৩২	১৮৭.৭৪	৫০৬.০৬	৪৭০.০৮	৩৫.৯৮	০	৫০৬.০৬
৪	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১০	১০	৯.৫	০.৫	০	১০.০০
৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৩১২	৩৩	৩৪৫	৩৩১	১৪	০	৩৪৫.০০
৬	দি সিটি ব্যাংক লি.	৭৭.৭	১০৩	১৮০.৭	১৮০.৭	০	০	১৮০.৭০
	মোট	২,৫৮৬.১২	১২,৩২৭.৬৮	১৫,০৭৮.৮০	৪,৭৪১.৫০	৯২৭.৭৬	৯,৪০৯.৫৪	১৫,০৭৮.৮০

- **মোট* = (১)+(২)= (৩)+(৪)+(৫)**

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শুধু হিসাব খোলা/পরিচালনা করা ও রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৬টি ব্যাংক তাদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত ৬টি ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট ১৫,০৭৮.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের ধারা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শহরের তুলনায় গ্রামে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ বেশি। ব্যাংক অনুসারে এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

চিত্রঃ ১০

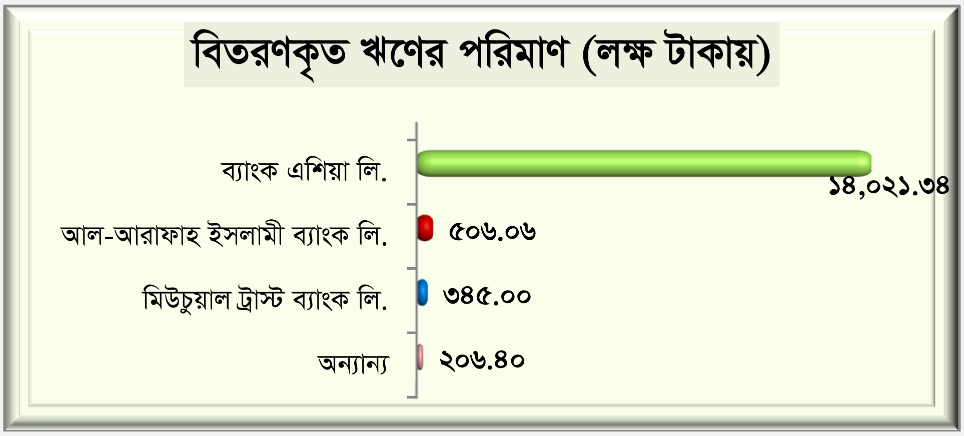

চিত্র-১০ এ দেখা যায়, ব্যাংক এশিয়া লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১৪,০২১.৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে ঋণ বিতরণের শীর্ষে অবস্থান করছে। ঋণ বিতরণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.।

রেমিট্যান্স:

৫.১। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণের সার-সংক্ষেপঃ

ব্যাংকগুলোর এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং

অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের শাখার ন্যায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তুলনামূলক সহজ পদ্ধতিতে ও দ্রুততম সময়ে এ সেবা প্রদান করছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৬ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বমোট ৪,৪৬,৩৯৪.৩৬ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৪,০২,৬৬৪.৭১ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৪৩,৭২৯.৬৫ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৭

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট = (১)+(২)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৩০,১৯৫.৮৫	১,৪৫,১২৩.৮৬	১,৭৫,৩১৯.৭১
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৯,৭৪৯.৩৮	১,৪৪,৬৮২.৪০	১,৫৪,৪৩১.৭৮
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২,৫৮৪.৬৭	৬২,২৮৩.৭৮	৬৪,৮৬৮.৪৫
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২.১০	৪৮১.০৭	৪৮৩.১৭
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১১৪.১১	১১৪.১১
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৫৬২.০০	৫৮৫২.০০	৬,৪১৪.০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	১০.০৯	১০.০৯
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১.০২	১,৪২১.১৩	১,৪২২.১৫
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	২৩৮.১৪	১৯,৮৪১.৯৮	২০,০৮০.১২
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৫১৪.৯৩	৫১৪.৯৩
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৪.৯৮	৭২.৮৬	৭৭.৮৪
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১২৭.৯৬	১,২৩৬.০১	১,৩৬৩.৯৭
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	২৫৬.৮৮	২০,৬৯৫.৪২	২০,৯৫২.৩০
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	০.০০
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬.৬৭	২৫২.৭৩	২৫৯.৪০
১৬	এবি ব্যাংক লি.	০	৯.৩৮	৯.৩৮
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৭২.৯৬	৭২.৯৬
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	০	০	০.০০
	মোট	৪৩,৭২৯.৬৫	৪,০২,৬৬৪.৭১	৪,৪৬,৩৯৪.৩৬

৫.২। রেমিট্যান্স বিতরণের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ১১

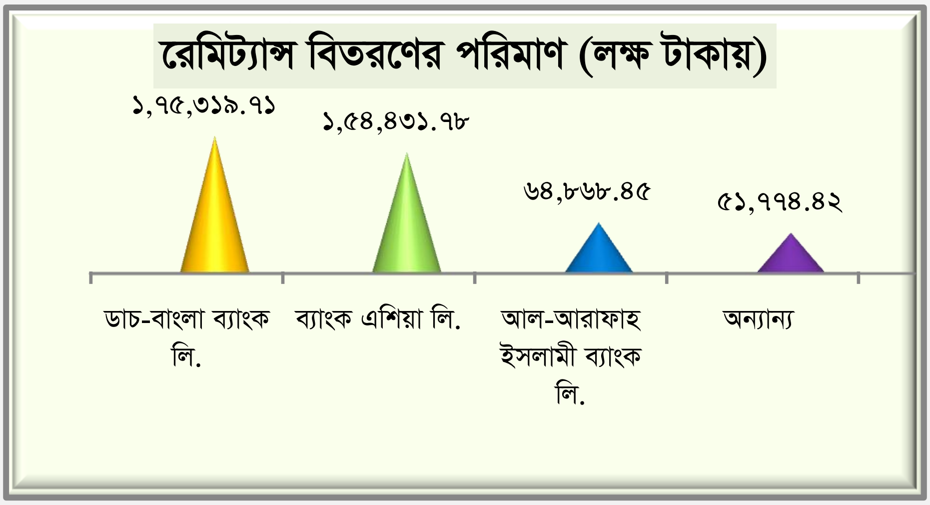

চিত্র-১১ হতে দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণে শীর্ষে অবস্থান করা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. কর্তৃক ১,৭৫,৩১৯.৭১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়া লি. কর্তৃক ১,৫৪,৪৩১.৭৮ লক্ষ টাকা, এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক ৬৪,৮৬৮.৪৫ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৩,৫১,৪২২.৯৩ লক্ষ টাকা। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৪৬,৩৯৪.৩৬ লক্ষ টাকা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে রেমিট্যান্স বিতরণের পরিমাণ শহর থেকে অনেক বেশি হওয়ায় সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে অধিক আগ্রহী হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়, যা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। জুন ২০১৮ ও সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসের ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ১২

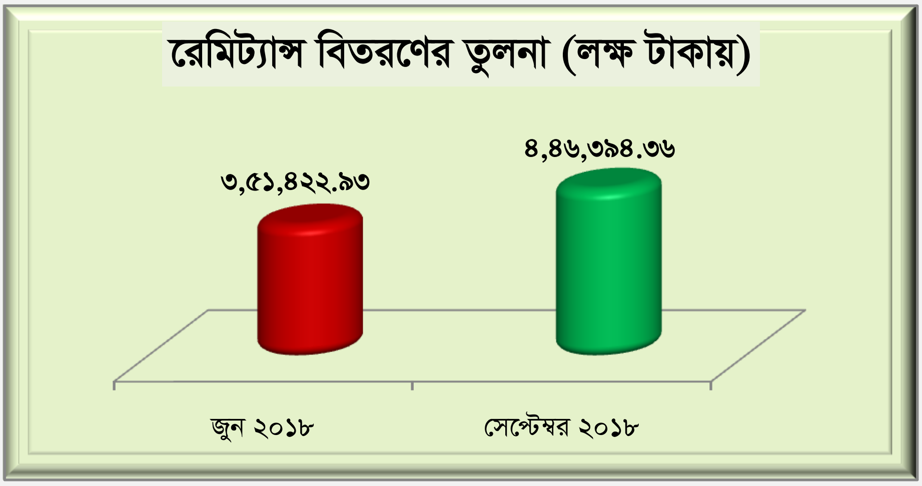

উপসংহারঃ

এজেন্ট ব্যাংকিং এর পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যতম বাতায়ন হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি ফলপ্রসূ উদ্যোগ হিসেবে ক্রমবিকাশমান। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ইতোমধ্যেই ইতিবাচক ধারা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। সরাসরি ব্যাংক শাখায় না গিয়েও হাতের নাগালে বিশ্বস্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়ায় প্রবাসী শ্রমিক থেকে শুরু করে গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সহজলভ্য হওয়ার ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিকতায় বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। ফলে অর্থ প্রবাহের বহুমুখীকরণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বেড়ে চলেছে, যা সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনবে। আগামী দিনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং জোরালো ভূমিকা রাখবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।